# চরণ ধরিতে দিও গো আমারে –

## পা দু'টি কার ? জানেন কি কেউ ? অনেকে বলতে পারেন - এ কেমন বেআক্কেলের মতো প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা ! আসলেই তো তাই। এ কেমন বেশরম প্রশ্ন ! এমন খস-খসে দু'খানা পা, নিশ্চই কোনো লাট বাহাদুরের হবে না। তাছাড়া পা দেখে কি মানুষ চেনা যায় ? এমন পাল্টা প্রশ্নও আসতে পারে।

## আসলেই তো তাই। পায়ের খোঁজ কে রাখে। আমাদের সব আগ্রহ মানুষের মুখের দিকে। প্রতিষ্ঠিত মানুষের গর্বিত মুখ আমরা মনে রাখি। আমরা আগ্রহ দেখাই মানুষের সফলতার কাহিনীতে। কিন্তু সেই সফলতার পিছনে তাকে যে কতো পথ হাঁটতে হয়েছে সেই খবর আমরা রাখি না। কতো ত্যাগের বিনিময়ে মানুষ সফল হয় সে খবর আমরা জানতে চাই না। সুতরাং পা আমাদের আগ্রহের বিষয় না।

## এতো না পেচিয়ে সোজাসুজি আসল কথায় আসি। আসল কথা হলো, পা দু'টি মাদার তেরেসার। দেখে মনে হয়, কুষ্ঠ আক্রান্ত বিকৃত দু'খানা পা। তাঁর পা দুটি কি ভাবে এমন হলো, সে কথা তাহলে বলি। তাঁর প্রতিষ্ঠিত আশ্রমবাসীদের জন্য যতো জুতা আসতো তা সবই তিনি আশ্রমবাসীদের দিয়ে দিতেন। নিজে ব্যবহার করতেন সবথেকে অচল জুতা গুলো। অচল ও সাইজ বিহীন জুতা পায়ে দিতে দিতে এক সময় তাঁর পাগুলোই বাঁকা হয়ে যায়।

## ভাবতে পারেন, মানুষ মহত্ত্বের কোন পর্যায়ে উঠলে এমন করতে পারে । অথচ আজকের দিনে আমরা কোথায় আছি? আমাদের আকাঙ্খার পাহাড়ের চূড়া কখন যেনো আকাশ স্পর্শ করবে!

## শ্রষ্টা আমাদের মঙ্গল করুন। আমাদের বিবেক জাগ্রত হোক। উদয় হোক শুভবুদ্ধির।

## সবার জন্য শুভকামনা।